শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রাগানুগীয় প্রেমিক ভক্ত হইয়াও ভক্তিসুলভ দৈন্যে কাম-ক্রোধাদিতে বাধ্যমান্ আবেশে নিজ প্রাণবল্লভের নিকটে রক্ষা প্রার্থনা করিয়াছেন—একটিই বিশুদ্ধ ভক্তের শরণাগতি। অনন্যগতিত্বও দুই প্রকার দেখান হইতেছে; তন্মধ্যে প্রথম প্রকার শ্রীহরিভিন্ন আশ্রয়ান্তরের অভাব কথনের দ্বারা, দ্বিতীয় অতিশয় জ্ঞানের অভাবজন্য অর্থাৎ শ্রীহরিই যে একমাত্র আশ্রয়তত্ত্ব আর সকলই যে আশ্রিততত্ত্ব, তাহা না বুঝিয়া অন্য দেবতাকে আশ্রয় করিয়া পরে শাস্ত্রাদিজ্ঞানেই হউক অথবা মহতের উপদেশেই হউক, আশ্রিত দেবতান্তর পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা। তন্মধ্যে ১০।৩ অধ্যায়ে শ্রীদেবকীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করতঃ বলিয়াছিলেন—হে আদ্য! মরণধর্ম্মী মানব মৃত্যুরূপ কালসর্পভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বত্র পলায়ন করতঃ কোথাও নির্ভয় প্রাপ্ত হয় না, কারণ আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত সমস্ত লোকই কালকবলিত হয়। কোনও মহতের সঙ্গ বা কৃপাজনিত সৌভাগ্যের উদয় হইলে তোমার চরণারবিন্দে আশ্রয় লাভ করিয়া সুস্থভাবেতে শয়ন করে এবং মৃত্যু তাহার নিকট হইতে পলায়ন করে। দ্বিতীয় আশ্রয়ান্তর ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করার প্রমাণ ১১।১২।১২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন—

"তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাং।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ॥

হে উদ্ধব! যখন আমার ভজনের এতাদৃশ প্রভাব, সুতরাং তুমি চোদনা—শ্রুতি, প্রতিচোদনা—স্মৃতি অথবা বিধি ও নিষেধ, প্রবৃত্ত এবং নিবৃত্ত, শ্রোতব্য এবং শ্রুতবিষয় পরিত্যাগ করিয়া—

"মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাং।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥ ১৩॥

সর্ব্বদেহিগণের আত্মা যে আমি—সেই একমাত্র আমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে শরণ লও, আমাহেতু তুমি অকুতোভয় হইতে পারিবে। শ্রীভগবদ্গীতাতে উল্লেখ আছে—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বধর্ম্ম অনুষ্ঠানের প্রতি আবেশ ছাড়িয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে নিখিল অন্তরায় হইতে রক্ষা করিব, জ্ঞাতিবধজন্য শোক করিও না। বৈষ্ণবতন্ত্রে সেই শরণাগতি লক্ষণ নিম্নলিখিত প্রকারে উল্লিখিত আছে—